দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

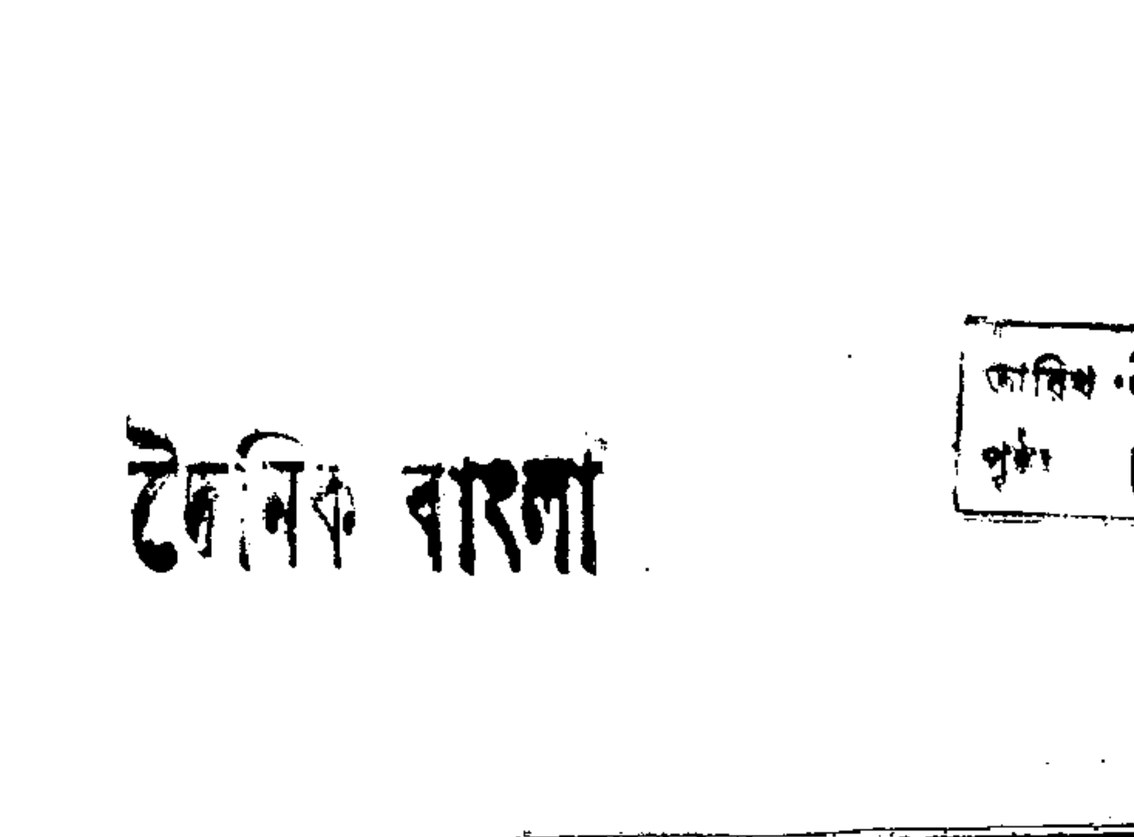

সেমিনারে জেলা প্রশাসক বক্তৃতা করছেন — দৈনিক বাংলা

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী

ভবঘুরে ছেলেমেয়েও এখন স্কুলে যাচ্ছে

সুভাষ চৌধুরী ঃ সাতক্ষীরা।–সাতক্ষীরায় শিক্ষার জন্য 'খাদ্য কর্মসূচী' সফল -তার মুখ দেখেছে। শপথ নিলাম জ্বালব আলো চারিধারে, সোনার স্বদেশ থাকবে না আর অন্ধকারে'– দৃঢ় উচ্চারণ আগ্রহী করে তুলেছে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে। রাস্তার টোকাইরা এগিয়ে এসেছে শিক্ষা নিতে। সরকারের গৃহীত কর্মসূচীতে তারাই নয় শুধু, খেটে খাওয়া অভিভাবকরাও আগ্রহ দেখিয়েছেন।

গত অক্টোবরে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর মূল্যায়ন' শীর্ষক এক সেমিনারে সাফল্যের এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে সদর থানার ডিবি ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছিল এ সেমিনারের। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরার ডিসি মোঃ মুজিবুর রহমান।

সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলকভাবে সাতক্ষীরা সদর থানার ব্রহ্মরাজপুর ইউপিতে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে চালু করা হয়েছিল 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী।' প্রাথমিকভাবে ৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি মাদ্রাসায় চালু করা হয়েছিল এ কর্মসূচী। গত এক বছরের এ কর্মসূচীর সফলতা, ব্যর্থতা নিয়েই ব্যাপক আলোচনা হয় সেমিনারে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' অন্তত ওই এলাকায় বেশ সাড়া জাগাতে পেরেছে।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরের পর ওই প্রতিষ্ঠানগুলিতে গমনোপযোগী ছাত্র বেড়েছে প্রায় এক হাজার। এসব ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে আসার কথা ভাবেওনি কোনদিন। নয়া কর্মসূচী চালু হওয়ায় তারা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে। এর আগে তারা ছিল ভবঘুরের মত। বাড়িতে বাবা-মার কাজে কোন কোন সময় সামান্য সাহায্য করত বটে। কিন্তু অপরিহার্য ছিল না। এখন তারা যেমন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে, তেমনি ফাঁকে ফাঁকে বাবা-মার কাজেও কমবেশী সাহায্য করতে পারছে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকরা এও বলেন যে, খাদ্য বিতরণ শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী বাড়ানো হলে আরও অনেকেই বিদ্যালয়ে আসবে। তারা আর নিরক্ষর থাকবে না। পরীক্ষামূলক এ কর্মসূচী স্থায়ীভাবে চালু করা গেলে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার (ড্রপ আউট) সংখ্যাও হ্রাস পাবে। মাছখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেমিনারে বলেন, তার এলাকার শতকরা ১০০ ভাগ বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু নিয়মিত স্কুলে আসে, লেখাপড়া করে।

সেমিনারের মূল বক্তব্যে জেলা তথ্য অফিসার এম আনোয়ার হোসেন বলেন, কমনওয়েলথের হিসাবে আমাদের দেশে এখনও শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৯১ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিবন্ধন, শিক্ষা উপকরণ প্রদান, আসবাবপত্র, গৃহায়ন এবং বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়।